17 OCT 2017

পানিবন্দি শিক্ষাজীবন

সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা নিন

আজকের দিনে একটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ছয়টিতেই কোনো সড়ক নেই, যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌকা—এটা কি ভাবা যায়! এই ছয়টি ওয়ার্ডে আছে ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যার অর্ধেক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। বর্ষাকালে তবু খাল-বিল ভরা থাকে। কচুরিপানার বিড়ম্বনা ঠেলে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু শীত মৌসুমে পানি কমে গেলে জোয়ারের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমনকি স্কুলের সময়সূচিও নির্ধারণ করা হয় জোয়ারের সময় দেখে। কখনো কখনো এক জোয়ারেই শেষ স্কুলের সময়। না হলে অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী জোয়ারের। অন্যথায় নৌকা ভাসানো যাবে না। অপেক্ষায় অনেক সময় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। বিল অঞ্চল হওয়ায় এসব স্কুলে স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থাও নেই। উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি ইউনিয়নে এই অবস্থা। অথচ সব সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শিক্ষার হার বাড়ছে। কমছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার। দৃশ্যমান হচ্ছে পদ্মা সেতু। কিন্তু পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার দেউলবাড়ী ইউনিয়ন যেন সব কিছুর বাইরে থাকা এক জনপদ। সড়ক যোগাযোগ না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে শিশুদের। বিকল্প কিছু নেই তাদের কাছে। বর্ষা মৌসুমে নৌকাডুবিরও ভয় আছে। গতকালের কালের কণ্ঠে ভয়ংকর স্কুলযাত্রা শীর্ষক প্রতিবেদনটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

হতে পারে এলাকাটি বিলাঞ্চল। তাই বলে কি সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে না? বছরের পর বছর কেন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হবে শিশু শিক্ষার্থীদের। স্কুলের বই-খাতা হাতে নেওয়ার আগেই নৌকা চালানোর পাঠ কেন নিতে হবে তাদের। যখন শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের জন্য সহজ করা হচ্ছে, তখন কেন শিক্ষার জন্য এভাবে কায়িক পরিশ্রম করতে হবে তাদের। নিজেরাই নৌকা চালিয়ে স্কুলে যায় শিক্ষার্থীরা। আশার কথা, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক নিজে সরেজমিনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া-আসার চিত্র দেখেছেন। এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের কাছে চিঠি পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আমরা আশা করতে পারি, অচিরেই এ ভয়ংকর স্কুলযাত্রা রন্ধ হবে। শিক্ষার্থীরা পানি ঠেলে নয়, সড়কপথে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারবে।